এখন দুঃসময়

মাহমুদা রুনু

১

পৃথিবীর এখন বড্ড দুঃসময় ।
খেলাঘর উপচে পড়া সুখের নেশায়
এখন বিধ্বংসী উন্মাদন -
বিদ্বেষের নিক্তিতে সৌহাদ্রের অবমুল্যায়ন ।
এ কোন বিশ্বায়নের গোলকধাধা ?
প্রদিপ্ত প্রখরা পৃথিবীর
এখন বড্ড দুঃসময় ।

বর্ণে বর্ণে বিবর্ন বিবাদ
জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস ।
পরমানু বিধ্বংসী আশংকা
ঘুচে দিচ্ছে পরমায়ু নিঃশ্বাস ।
জীবন বাজী আত্মঘাতী বোমাতঙ্কে ।
পৃথিবীর এখন বড্ড দুঃসময় ।

বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব
প্রহসনে বিমুর্ত বিভোর,
তরল সোনার বহরে বইছে রক্তের নহর ।
মহারাজার মহান-নির্দেশে
পৃথিবীর এখন বড্ড দুঃসময় ।

শান্তির আশ্বাসে ব্যবচ্ছেদ,
বিশ্বাসে ছিদ্রান্বেষন অহর্নিশি ।
দর্শনে দংশন, আইনে বেআইনে
যত্র তত্র উৎক্ষেপন
মানবাধিকার, মানব-আবাস ।
পৃথিবীর এখন বড্ড দুঃসময়।

২

দুঃসময়ের দুঃসহ বদ্ধনিঃশ্বাসে
মধ্যরাত্রির বিনিদ্র মনের চোখে,
সৌরম ন্ডলের গভীর অন্ধকারে - দেখতে পাই
একটি জ্বলজলে গ্রহের উপস্থিতি ।
কল্পিত চেতনার কল্পবাস ।
আমার চেতনার চৈতন্য বলয়ে
একটি নতুন গ্রহ ।
আশার আলোকরশ্মি প্লাবনে
সৃষ্টি সৌকর্যের মোহ ।
শান্তির পাখীরা ডানা ঝাপটায়
স্বস্থির নিঃস্বাসে বিমুর্ত মানবাত্মা
গেয়ে যায় প্রশ্বস্থি —
আমরা মানুষ — আশরাফুল মখলুকাত ।
কল্পবাসে বহে যায় জীবনের ফল্গু-প্রপাত ।

৩

দিনের প্রভায় স্বপ্নভংগ ।
অসময় কড়া নাড়ে জীবনের খিড়কীতে
বলে যায় ——
পৃথিবীর এখন বড্ড দুঃসময় ।
বড্ড দুঃসময় ।

১০ অগাষ্ট ২০০৫